কালের কণ্ঠ

তারিখ 13 JAN 2016
2 ... কলাম ... 2 ...

গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা

কোচিং-ভর্তি বাণিজ্য বন্ধে কঠোর আইন করতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

শিক্ষা আইনে কোচিং ও ভর্তি বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য কঠোর আইনের বিধান রাখার দাবি জানিয়েছেন বিশিষ্টজনরা। তাঁরা বলেছেন, আদালতের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও কোচিং ও ভর্তি বাণিজ্য বন্ধ করা যাচ্ছে না। এ জন্য শিক্ষা আইনে কঠোর বিধান রাখতে হবে। খসড়া শিক্ষা আইন আবারও ওয়েবসাইটে দিতে হবে। রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে গতকাল মঙ্গলবার আয়োজিত 'সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিকার' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে তাঁরা এসব কথা বলেন।

বেসরকারি সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন এ বৈঠকের আয়োজন করে। জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়া বৈঠকে বলেন, 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনটি, অপরিপক্ব। এ আইন সংশোধন করে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। সংবিধানে রাষ্ট্রকে যা যা করতে বলা হয়েছে, তা আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।'

> 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনটি অপরিপক্ব'

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'মানুষের প্রত্যাশা বেড়েছে, সে অনুযায়ী আমরা হয়তো পিছিয়ে আছি। তবে ধীরে ধীরে এগোচ্ছি। আগের তুলনায় আমাদের শিক্ষার অবস্থা অনেক ভালো।'

মন্ত্রী আরো বলেন, 'এত দিন অভিযোগ ছিল, উপবৃত্তি না পাওয়ায় সব শিশু ঠিকমতো স্কুলে আসে না। তাই আমরা গত বছরই সব শিশুকে উপবৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। এবার থেকেই এক কোটি ৩০ লাখ শিশু উপবৃত্তি পাবে। ফলে শতভাগ শিশুই উপবৃত্তির আওতায় আসছে।'

ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম বলেন, 'সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদের খ-তে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেবে। এটি বাস্তবায়ন করা ছাড়া দেশের যে অর্জন তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না।'

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'বাজেটে ক্রমশ শিক্ষার বরাদ্দ কমছে। এটা বরাদ্দ না ধরে বিনিয়োগ হিসেবে করতে হবে। কারণ আমরা এ থেকে লাভ তুলতে পারব। তবে কোচিং ও ভর্তি বাণিজ্য এবং প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনে কঠোর নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।'

গোলটেবিল বৈঠকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সেভ দ্য চিলড্রেনের শিক্ষা বিভাগের পরিচালক তালাৎ মাহমুদ। তিনি বলেন, 'দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশ ছাড়া অন্য দেশগুলো শিক্ষাকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে আইন প্রণয়ন করেছে।'

ডা. এনামুর রহমান এমপির সভাপতিত্বে গোলটেবিল বৈঠকে আরো বক্তব্য দেন সংসদ সদস্য সামছুল আলম দুদু, আবুল কালাম আজাদ, হোসনে আরা লুৎফা ডালিয়া, উম্মে রাজিয়া কাজল, সেভ দ্য চিলড্রেনের কান্ট্রি ডিরেক্টর টিম হোয়াইট, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা কামাল, শিক্ষক নেতা কাজী ফারুক, জাতিসংঘ শিশু তহবিলের শিক্ষা ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মহসীন প্রমুখ।